আল আসমাউল হুসনা

[মহান আল্লাহর ৯৯টি নাম ও গল্প-কথায় হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা]

আল আসমাউল হুসনা

[মহান আল্লাহর ৯৯টি নাম ও গল্প-কথায় হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা]

মূল

সামীর হালবী
আহমাদ তাম্মাম
সালামাহ মুহাম্মাদ

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আল ফারুক
আশেক মাহমূদ

মাকতাবাতুল হাসান

আল আসমাউল হুসনা
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৫ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ২০২০ ইং
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
ISBN : 978-984-8012-48-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৩৬০/- টাকা মাত্র

Al Asma Ul Husna
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com Fb/maktabahasan

অ র্প ণ

আয়লানসহ
সিরিয়ার সব শিশুকে।

কিছু কথা

কুরআনের 'ইক্বরা' শব্দ থেকেই সাহিত্যের সূচনা। কুরআনই শিখিয়েছে সাহিত্য। দেখিয়েছে সাহিত্যের পথ। শিক্ষা দিয়েছে ভাষার ব্যবহার, বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষার ব্যাপকতা। কুরআনই শিখিয়েছে সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অলি-গলি। কেননা কুরআন শুরু হয়েছে পড়ার নির্দেশ করে– 'পড়, পড় তোমার প্রভুর নামে।' তাই যুগে যুগে সেই পথেই হেঁটেছে মুসলিম সমাজ। শিখেছে ভাষা, ভাবপ্রকাশের নিয়ম, বর্ণনার সৌন্দর্য ও সুস্থ সাহিত্যের মসৃণ পথ। ফলে উপহার দিয়েছে যুগান্তকারী সব সাহিত্যকর্ম। সুস্থ মানসিকতার বিরল কীর্তি। কিন্তু হায়! আজ মুসলিম শিশুদের সেই পথ দেখাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে সে শিখছে কাল্পনিক সাহিত্য।

তরুণ প্রজন্মকে নোংরা সাহিত্য থেকে বিরত রেখে সুস্থ সাহিত্য উপহার দিতেই আমাদের এই প্রয়াস। আল্লাহ তাআলার এমন কিছু গুণ আছে যেগুলো মানুষ তার জীবনে প্রতিফলন ঘটালে সে হয়ে উঠবে

স্রষ্টার রঙে রঙিন। পরিণত হবে সোনার মানুষ। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আল্লাহ তাআলার সেই সিফাত তথা গুণগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে খুবই সংক্ষেপে। অতপর গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার চমৎকার আবহ। আমরা আশা করি, এ ধরনের বই পড়ে নতুন প্রজন্ম বড় হবে স্রষ্টার রঙে রঙিন হবার বাসনা নিয়ে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই চেষ্টা কবুল করুন। এই বই থেকে সবার আগে নিজেকে, পরে পাঠককে উপকৃত করুন। আমিন।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
আশেক মাহমূদ

وَلِلّٰهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা তাঁকে সে-নামেই ডাকো। [কুরআন শরীফ : ৭/১৮০]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো সংরক্ষণ করবে (শিখবে ও সবসময় তা পাঠ করবে) সে নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

[মিশকাতুল মাসাবীহ]।

সূচিপত্র

১. আল্লাহ ১৫
২. আর রহমান ১৮
৩. আর রহীম ১৮
৪. আল মালিক ২০
৫. আল কুদ্দূস ২২
৬. আস সালাম ২৫
৭. আল মুমিন ২৮
৮. আল মুহাইমিন ৩০
৯. আল আযীয ৩২
১০. আল জাব্বার ৩৪
১১. আল মুতাকাব্বির ৩৬
১২. আল খালেক ৩৮
১৩. আল বারি-উ ৪০
১৪. আল মুছাওয়ির ৪২
১৫. আল গাফ্ফার ৪৪
১৬. আল কাহ্হার ৪৬
১৭. আল ওয়াহ্হাব ৪৮
১৮. আর রাজ্জাক ৫০
১৯. আল ফাত্তাহ ৫২
২০. আল আলীম ৫৪
২১. আল ক্বাবিয.....৫৬
২২. আল বাসিত ৫৯

২৩. আল খাফিদ ৬২
২৪. আর রা'ফী ৬৪
২৫. আল মুয়িজ্জু ৬৭
২৬. আল মুযিল্লু ৭০
২৭. আস সামী'উ ৭২
২৮. আল বাছীর ৭৪
২৯. আল হাকাম ৭৬
৩০. আল আদল ৭৮
৩১. আল লাতীফ ৮০
৩২. আল খবীর ৮৩
৩৩. আল হালীম ৮৫
৩৪. আল আযীম ৮৭
৩৫. আল গাফুর ৯০
৩৬. আশ শাকুর ৯৩
৩৭. আল আলীই ৯৫
৩৮. আল কাবীর ৯৭
৩৯. আল হাফীজ ৯৯
৪০. আল মুকীত ১০১
৪১. আল হাসীব ১০৩
৪২. আল জালীল ১০৬
৪৩. আল কারীম ১০৯
৪৪. আর রাক্বীব.....১১১
৪৫. আল মুজীব ১১৩
৪৬. আল ওয়া'সি ১১৫
৪৭. আল হাকীম ১১৭
৪৮. আল ওয়াদূদ ১১৯
৪৯. আল মাজীদ ১২১
৫০. আল বায়েস ১২৩
৫১. আশ শহীদ ১২৬
৫২. আল হক্ব ১৩০

৫৩. আল ওয়াকীল ১৩৩
৫৪. আল কৃওয়ী ১৩৬
৫৫. আল মাতীন ১৩৯
৫৬. আল ওয়ালী ১৪২
৫৭. আল আল হামীদ ১৪৫
৫৮. আল মুহসী ১৪৮
৫৯. আল মুবদী ১৫১
৬০. আল মুঈদ ১৫৪
৬১. আল কাইয়্যূম ১৫৭
৬২. আল মুহয়ী ১৬০
৬৩. আল মুমীত ১৬৩
৬৪. আল হাইয়্যূ ১৬৬
৬৫. আল ওয়াজিদ ১৬৮
৬৬. আল মাজিদ ১৭০
৬৭. আস সমাদ ১৭৩
৬৮. আল ওয়াহেদ ১৭৬
৬৯. আল কৃদির ১৭৯
৭০. আল মুকৃতাদির ১৮১
৭১. আল মুক্বাদ্দিম ১৮৩
৭২. আল মুয়াখখির ১৮৩
৭৩. আল আউয়াল ১৮৭
৭৪. আল আখির ১৮৭
৭৫. আয যাহের ১৯০
৭৬. আল বাতিন ১৯০
৭৭. আল ওয়ালী ১৯৪
৭৮. আল মুতা'আলী ১৯৭
৭৯. আল বার ২০১
৮০. আত তাওয়্যাব ২০৫
৮১. আল মুনতাক্বিম ২০৮
৮২. আল আফুওয়ু ২১১

৮৩. আর রউফ ২১৫
৮৪. মালিকুল মুলক ২১৮
৮৫. যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ২২০
৮৬. আল মুক্বসিত ২২২
৮৭. আল জামে' ২২৬
৮৮. আল গনিয়্যু ২৩০
৮৯. আল মুগনী ২৩৩
৯০. আল মানে' ২৩৭
৯১. আদ দোররু ২৪০
৯২. আন নাফে' ২৪০
৯৩. আন নূর ২৪৪
৯৪. আল হাদী ২৪৬
৯৫. আল বদী' ২৪৮
৯৬. আল বাক্বী ২৫০
৯৭. আল ওয়ারিস ২৫৩
৯৮. আর রশীদ ২৫৬
৯৯. আস সবূর ২৫৯

[১]

الله
আল্লাহ

'আল্লাহ' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহর সবক'টি নামের অর্থ এই এক শব্দের মাঝেই সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি এমন একটি নাম, যা অন্য কারও ওপর প্রয়োগ হয় না। এর বিপরীতে অন্য নামগুলো অর্থের বিবেচনায় অন্য যে কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

'আল্লাহ' নামটি ইসলামে প্রবেশের একমাত্র ফটক। প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই এ সাক্ষ্য দিতে হয়, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

অনেকদিন আগের কথা

এক গ্রামে একজন সৎলোক বাস করতেন। একমাত্র তিনিই আল্লাহর ইবাদত করতেন। অন্যরা সবাই স্থানীয় একটি গাছের পূজা করতো।

গ্রামের লোকদেরকে তিনি অনেক বুঝিয়েছেন। তাদেরকে নসীহত করেছেন। কিন্তু লোকেরা তার কথায় কর্ণপাত করতো না। তারা উল্টো বিদ্রুপ করতো।

অবশেষে লোকটি সেই গাছটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদিন কুড়াল হাতে গাছটি কাটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তিনি। পথিমধ্যে শয়তান তার সামনে মানুষের আকৃতি ধারণ করে হাজির হলো। জিজ্ঞেস করলো, ভাই, তুমি কুড়াল হাতে কোথায় যাচ্ছ?

তিনি বললেন– লোকেরা আল্লাহকে ছেড়ে যেই গাছের পূজা করছে, সেটি কাটতে যাচ্ছি এবং সেটি না করে আমি বাড়ি ফিরবো না।

শয়তান বললো– আপনি যদি গাছটি না কেটে বাড়ি ফিরে যান, তাহলে আমি প্রতিদিন সকালে আপনার বালিশের নিচে এক থলে নগদ অর্থ দেবো।

অর্থের লোভে লোকটির মাথা নষ্ট হয়ে গেল। শয়তানের কথা শুনে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন এবং সকালবেলা বালিশের নিচে সে এক থলে অর্থ পেয়েও গেলেন। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন অভ্যাস মতো বালিশের নিচে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন, সেখানে কোনো টাকা নেই। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে কুড়াল হাতে সেই গাছটির দিকে রওয়ানা হলেন। তিনি গাছটির কাছে এসে শয়তানকে দেখতে পেলেন। শয়তান সেখানে বেশ আয়েশ করে বসে আছে। কুড়াল হাতে লোকটিকে দেখতে পেয়ে শয়তান জিজ্ঞেস করলো, কী মনে করে এলে? লোকটি বললেন : আমি এই গাছটি কেটে ফেলবো।